দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

'৯৯ সালে এসএসসির অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা জটিলতা

১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন বছর ১০/১৫ বা তার অধিক গ্রেস নম্বর প্রদান করে থাকে। আমরা আরও জানাতে পারি, কোন কোন সময় ১/২ মাসের মধ্যে রেফার্ড পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হতো এবং রেফার্ড উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সেই বছরই উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া হতো। বিজ্ঞানের যুগে এসে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে নৈর্ব্যক্তিক এবং এবং রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হলো এবং নৈর্ব্যক্তিকের জন্য প্রতিটা বিষয়ে ৫০০ প্রশ্ন নির্ধারণ করে দেয়া হলো এবং শুধু এ বিষয়ে ৩৩ নম্বর পেলেই পাস দেয়া হতো। এমন বহু ছাত্রছাত্রী ছিল যারা রচনামূলক কোন বিষয়ে পাস না করেও প্রথম এবং ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯৮ সালেও এসএসসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের এক বিষয়ে পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে পাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের এতই দুর্ভাগ্য, যারা ১৯৯৯ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১০ বিষয়ে মোট ৬ শ' ৭ শ' এমনকি ৮শ' নম্বর পেয়েও ভূগোল, ইতিহাস, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থনীতির মতো বিষয়ে ৬/৭ নম্বর রচনামূলক অংশে কম নম্বর পেয়েছে, তারাও রয়েছে এ পরিস্থিতিতেই অনুত্তীর্ণ। আমাদের কারও রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে অনেকেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। ফেল করা বিষয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট পুনপরীক্ষণের জন্য আবেদন করলে ২/৩ মাস পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে একটি পত্র দিয়ে জানায়, নম্বর ঠিক আছে। হায়রে সান্ত্বনার পত্র, বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে কি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাদের খাতা মূল্যায়ন করতে ভুল করেননি? তবে কেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের খাতা মূল্যায়ন বিল কর্তন করে এবং কেন তাঁদের পরবর্তী বছর খাতা মূল্যায়নের সুযোগ দেয়া হয়নি? আমরা কি মনে করতে পারি না ,আমাদের খাতাগুলোও মূল্যায়নে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। কিন্তু কেন আমাদের উপর অবিচার করে খাতাগুলো পুনমূল্যায়ন করা হয়নি, বোর্ড কর্তৃপক্ষ জবাব দেবে কি? আমরা যারা পরীক্ষার এক বা একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছি, তারা সকলেই ১০ম শ্রেণীর তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমাদের ফেল করা বিষয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে রেফার্ড বিষয়ের নম্বর যোগ করে প্রাপ্ত বিভাগ, ফল ঘোষণার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। অন্যথায় যে কোন এক বিষয়ে ১০ নম্বর গ্রেস প্রদান করে নিয়ম মোতাবেক মোট নম্বর হতে নম্বর কর্তন করে প্রাপ্ত ফল ঘোষণার সুযোগ দিয়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে অবাধ ও ফলপ্রসূ করুন, এটাই সবিনয় নিবেদন।

সৈয়দসারা সেলিম,
শামছুর নাহার শিউলি
মনিপুরী পাড়া, ফার্মগেট, ঢাকা।